ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

25

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আবেদন

দেশ, জাতি, সরকার তথা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বার্থে নকলমুক্ত পরীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির তাগিদে শেরপুর ডা. সেকান্দর আলী কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা '৯৯ শুরু করি। পরীক্ষার প্রথম দিনেই নকলের দায়ে শিক্ষকগণই চারজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। ৮ জুন ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় আরো চারজন বহিস্কৃত হয়। নকলের সুযোগ না পাওয়ায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার ২০/২৫ মিনিট পূর্বেই তিন/চারজন পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র জমা দেয়। তন্মধ্যে একজন পরীক্ষার্থী বের হয়ে যাওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অধ্যক্ষের কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে হুমকি প্রদর্শন করে দ্রুত চলে যায়। আমি তাৎক্ষণিক দোতলায় পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই। ইতিমধ্যে ২০/২৫ জন বহিরাগতসহ লাঠিসোঠা ও ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশের সম্মুখ দিয়ে দ্বিতল ভবনের নিচতলায় কলাবসেবল গেইট ভেঙে প্রবেশ করে অফিস, অধ্যক্ষের কক্ষ, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ভাঙচুর করে। ভাঙচুর করতে করতে দোতলায় উঠে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে জোর জবরদস্তিপূর্বক পরীক্ষার্থীদের হাত থেকে উত্তরপত্র টেনে নিয়ে ছিঁড়তে থাকে। পরিদর্শকগণ কিছু উত্তরপত্র নিরাপদ করায় এবং নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে ল্যাট্রিনে গিয়ে আত্মগোপন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা রক্ষা পাননি। সেখান থেকে বের করে তাদের হাতের খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে। এই তাণ্ডবলীলা চলাকালে হুমকি প্রদর্শণকারী সেই সন্ত্রাসী পরীক্ষার্থীকে ভাঙচুর করা অবস্থায় আমি তাকে জাপটে ধরে নিয়ে নিচে মাঠে নেমে এসে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-জনতাকে থামাতে চেষ্টা করি। তখন আমি চরমভাবে লাঞ্ছিত হই। পুলিশ এই সময় নির্বিকার ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট আমার কক্ষে নিরুপায় হয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। ঘটনা চলাকালে কয়েকজন শিক্ষকও লাঞ্ছিত হন। প্রায় ৪ লাখ টাকার সম্পদ ভাঙচুর ও বিনষ্ট হয়।

ঘটনার পরপরই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীকে তা অবহিত করি। তার নির্দেশে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং এই কলেজের জিবির সভাপতি, পৌরপতি এবং অন্য নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্থানীয় সাংবাদিকগণও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক সাহেব ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে নকল প্রতিরোধে আমাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য সমবেদনা জানান এবং ঐদিনই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। পুলিশ সুপার সাহেব দায়িত্বে গাফিলতির জন্য ঘটনাস্থলেই তাৎক্ষণিকভাবে দুইজন পুলিশ অফিসারকে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। ঐদিন সন্ধ্যার মধ্যেই পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন।

জেলা প্রশাসকের সুচিন্তিত পরামর্শ অনুসারে বাকি পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করি। সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত পরীক্ষার্থীরা বাকি পরীক্ষাগুলোতে আর অংশগ্রহণ করেনি। অবশিষ্ট ৯৫ জন পরীক্ষার্থী সব বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। এই ৯৫ জনই সম্পূর্ণ নির্দোষ। এদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে রয়েছে, এমনো আছে যারা এবার পাস না করতে পারলে লেখাপড়াই আর হবে না, অনেকেই হতাশ হয়ে পড়বে। জীবন থেকে একটি বছর হারিয়ে যাবে। আমি ঐদিনই বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে ঘটনা লিখে জানিয়েছি। পরে সাক্ষাৎ ঘটনা তদন্তের অনুরোধ করি এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো তদন্ত টিম আসেনি, পরীক্ষা গ্রহণের কোনো নির্দেশ পাইনি। বরং ক্রমেই নিরাশ হয়ে যাচ্ছি।

অতএব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আমার আকুল আবেদন, নকল প্রতিরোধের জন্য সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমরা যেভাবে কাজ করেছি এবং লাঞ্ছিত হয়েছি তাতে সন্ত্রাসী কর্তৃক যে বিষয়ের উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে সেই বিষয়ে পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত এবং আমরা উৎসাহিত হবো।

মুহম্মদ আখতারুজ্জামান
অধ্যক্ষ, ডা. সেকান্দর আলী কলেজ
ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরীক্ষা কেন্দ্র
শেরপুর।